unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

শোলা

“শিল্পী প্রকৃতি প্রেমিক; তাই তিনি একইসঙ্গে নিজের প্রভু এবং ক্রীতদাস”

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

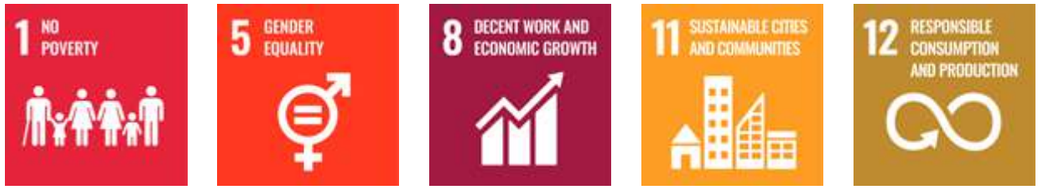

শোলা

শোলা (ভারতীয় কর্ক) একটি নরম হাতির দাঁতের মতো রঙের গাছ যা বাংলা, আসাম, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের জলাজমিতে জন্মায়। শোলা একটি পরিবেশবান্ধব, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়, টেকসই এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য একটি সম্পদ, যা শুধু বাংলার একটি গাছই নয় বরং বাংলার সাংস্কৃতিক যাত্রার এক অংশীদার। শোলা বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। শোলা গাছের কাণ্ডের নরম, মসৃণ, ছিদ্রময়, ও হালকা অংশটিকে বলে শোলা পিঠ। যা থেকে তৈরি হয় নানা সূক্ষ্ম আলংকারিক সামগ্রী। শোলা শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলারই বিশেষ দক্ষতা রয়েছে।

শিল্পকেন্দ্র

আরসিসিএইচ প্রকল্পের সহায়তায় শোলা হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর, পূর্ব বর্ধমানের বনকাপাসি, আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়ি, উত্তর দিনাজপুরের আটঘড়া, কুশমন্ডির দক্ষিণ দেহাট এবং বীরভূমের সুরুল এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলেও উৎকর্ষ মানের শোলার কাজ হয়।

মালাকার
শোলা শিল্পী সম্প্রদায়

শোলা শিল্প এবং মালাকাররা সমার্থক। নির্ভুল দক্ষতা এবং নান্দনিক কল্পনার সাহায্যে মালাকাররা শোলা দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করেন। মালাকার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত রয়েছে। কেউ মনে করেন, আজকের মালাকাররা নবশাখ গোষ্ঠীর কারিগরদের একটা শাখা। যাদের মধ্যে রয়েছেন কুম্ভকার, কর্মকার, মালাকার, কাংসকার, শঙ্খকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকর এবং তন্তুবায়। অনেকে বিশ্বাস করেন মালাকাররা দেবতা বিশ্বকর্মা এবং শাপভ্রষ্ট গোপ কন্যা ঘৃতাচীর সন্তান। অন্য আরেকটি মতে, মালাকাররা ব্রাহ্মণ। বেশিরভাগ মালাকারই শিবের পূজারী এবং মনে করেন তারা শিবের বংশধর। শোলা গাছের আজকের স্বীকৃতি মালাকারদের নান্দনিক সূক্ষ্মতার গুণে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৫০০ জন শোলা শিল্পী রয়েছেন যারা বংশ পরম্পরায় শোলার কাজ করে আসছেন। আগে মেয়েরা শোলার কাজ করতেন না কিন্তু এখন বিভিন্ন জেলায় তাদের সংখ্যা বাড়ছে। নানা এলাকার শোলা শিল্পীরা শোলার ফুল, দেবদেবীর মূর্তি, হাতি, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, চাঁদমালা, পুতুল, ফল, সবজি, বর-কনের টোপর ও মুকুট প্রভৃতি তৈরি করেন। ধর্মীয় উৎসবের সময় দেবদেবীকে সাজানোর জন্য তাদের বেশিরভাগ পণ্যদ্রব্যই কলকাতার কুমোরটুলিতে বিক্রি হয়।

প্রক্রিয়া

মালাকার নামে পরিচিত শোলা শিল্পীরা শোলার ডাল কেটে খোদাই করে মুখোশ-সহ নানা ধরনের আলংকারিক সামগ্রী তৈরি করেন। শোলা গাছগুলি তোলার পর প্রথমে কাণ্ডগুলিকে রোদে শুকিয়ে বাদামি করে নেওয়া হয়। এরপর কাণ্ডগুলির ভিতর থেকে সাদা অংশটি কেটে বার করে আনা হয়। তারপর সেটি পাতলা ফালি করে কাটা হয়। এবার সেই পাতলা টুকরোগুলি কেটেই বানানো হয় নানা আলংকারিক সামগ্রী। বিভিন্ন ধরনের জিনিস বানানোর সময় শোলা শিল্পীরা ব্যবহার করেন কাপড়, পাট, পুঁতি ও অলংকরণের অন্যান্য সামগ্রী। শিল্পীরা শোলা কেনেন স্থানীয় হাট থেকে। তারপর ছুরি, কাঁচি, কাটার, কমপ্রেসর, আঠা এবং স্প্রে দিয়ে রং করে তারা তৈরি করেন শোলার সুন্দর এবং সূক্ষ্ম বিভিন্ন সামগ্রী।

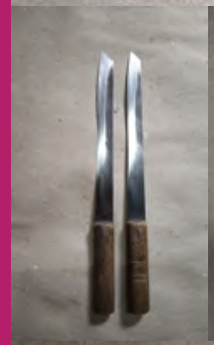

সরঞ্জাম

শিল্পীরা শোলা সামগ্রীগুলি নানা আকারে কাটা ও খোদাই করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ছুরি ব্যবহার করেন। ছুরিগুলির স্থানীয় নাম ‘কাথ’।

শোলার ঐতিহ্য

শোলার তৈরি সামগ্রী বাংলার ঐতিহ্য ও উৎসবের এক অপরিহার্য অঙ্গ। শোলাকে একটা শুভ সামগ্রী বলে ভাবা হয় এবং তা নির্মলতার চিহ্ন বলে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় ঐতিহ্যবাহী অলংকরণের কাজে। হিন্দু বাঙালিদের বিয়েতে বর-কনের মুকুট তৈরি হয় শোলা দিয়ে। কদম ফুল খুশি ও আনন্দের প্রতীক, তা তৈরি হয় শোলা দিয়ে। উৎসব ও বিয়ের সময় তা বাঙালি বাড়ির বাইরে ঝোলে।

হিন্দু দেবী দুর্গাকে পরানো হয় শোলার নানা অলংকার। দুর্গাপুজোর মতো নানা ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ চাঁদমালাও তৈরি হয় শোলা দিয়ে, এটা বাংলার সবচেয়ে বড়ো উৎসব।

সর্পদেবী মনসার একটি বিশেষ বিগ্রহ মনসার চালি তৈরি হয় শোলা দিয়ে। এটা বর্ষাকালে বাংলায় অনুষ্ঠিত কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক-জৈবিক চিহ্ন বা টোটেম-এর উপাসনা। এছাড়াও শোলা দিয়ে আচারমূলক গুরুত্ব রয়েছে এমন নানা জিনিস তৈরি হয়। যেমন, সাইটল, যা উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের দেবী সাইতোরির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।

প্রাকৃত বিশ্বাস অনুযায়ী ‘মাশান’ মানে একটা অশুভ আত্মার পুতুল। শোলার এই পুতুল তৈরি করেন কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার অধিবাসী মানুষরা। তারা এর পুজো করেন। এই পুতুলে একটা বিমূর্ততা রয়েছে।

প্রাকৃতিক আইভরি

মুর্শিদাবাদ জেলায় রয়েছে হাতির দাঁতের শিল্পের মতোই প্রাকৃতিক আইভরি শিল্পের এক প্রাচীন ঐতিহ্য। শিল্পীরা শোলা খোদাই করে তৈরি করেন সূক্ষ্ম নকশাদার পণ্যদ্রব্য। কারিগরি দক্ষতার গুণে সামগ্রীগুলির নান্দনিক উৎকর্ষ খুবই উঁচুমানের। ‘হাওদা হাতি’, ‘ময়ূরপঙ্খী’ নৌকা এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

পুনরুজ্জীবনের কাহিনি

পশ্চিমবঙ্গের শোলা শিল্প রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও বিলুপ্ত হতে চলেছে। দক্ষ শিল্পীদের সংখ্যা খুবই কম, নতুন প্রজন্মের অনাগ্রহ, শোলা পণ্যদ্রব্যের সীমাবদ্ধ এবং মরশুমি বাজার, পণ্যসামগ্রীর কম দাম শোলা শিল্পের ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
আরসিসিএইচ প্রকল্প শোলা শিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের একটা অণুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। উৎপাদন এবং বিপণনের নতুন সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যেখানে শিল্পীরা তাদের উদ্ভাবনী পণ্যগুলিকে নিয়ে এখন পৌঁছে যাচ্ছেন জাতীয় ও বিশ্ব বাজারে। ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলি সম্পর্কে সচেতনতাও বেড়েছে এবং তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শোলা পণ্যদ্রব্য

আচারমূলক তাৎপর্য আছে এমন জিনিস তৈরি করা ছাড়াও শোলা শিল্পীরা এখন শোলা দিয়ে ফুলদানি, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, টেরাকোটা সামগ্রীর অঙ্গসজ্জা, রথের ত্রিমাত্রিক রিলিফ এর কাজ, দেবদেবীর মূর্তি, কাচের বোতলে শোলার ক্ষুদ্র হস্তশিল্প এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিক্রির জন্য তাজমহল, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির মতো স্মারক তৈরি করছেন। অন্যান্য সামগ্রীগুলির মধ্যে রয়েছে শোলার মুখোশ, রাস ফুল, শোলার হাতি, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, মালা, খেলনা, ফুল, সবজি, অলংকার, শোলার ফুলের হেয়ার ক্লিপ, নানা ধরনের ফুলের গুচ্ছ ইত্যাদি। নিজেদের পণ্যদ্রব্যগুলিকে সমসাময়িক করার জন্য শোলা শিল্পীরা বানাচ্ছেন যিশুর মূর্তি, নৌকা এবং আরও অনেক কিছু।

LO
VE

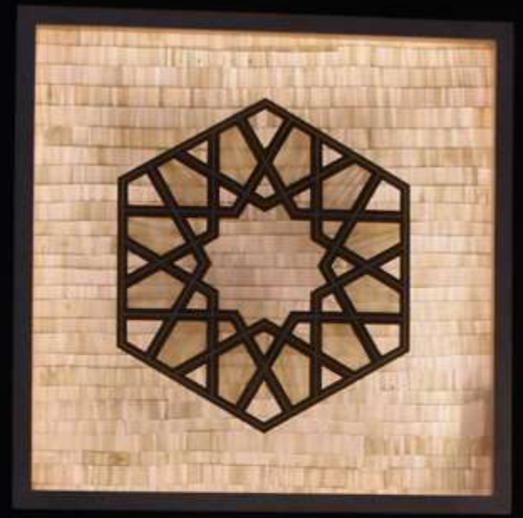

শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ

মধুসূদন দাস -	7584075859
বিনোদ দাস -	8016539051
শোভারানী দাস -	8372811966
সন্ধ্যারানী দাস -	9635442353
প্রিয়াঙ্কা রায় -	7797613383
পার্থনাথ মালাকার -	6296397519
গৌরব মালাকার -	9064390980
সমীর সাহা -	9832231113
সন্দীপ বিশ্বাস -	9733563778
মুকেশ সাহা -	9932408069
কমল মালাকার -	9474009311
কাঞ্চন মালাকার -	9563200730
রঞ্জন রায় -	9609095941
বিশ্বনাথ মালাকার -	9734266820
মল্লিকা হালদার -	6294315703
সৌরভ হালদার -	8697829986

www.rcchbengal.com

www.sholacraft.com

www.facebook.com/SholaCraftBengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal